দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার ৩০ ফাল্গুন ১৪১৭ ■ ১৪ মার্চ ২০১১

ভোক্তার অধিকার ও দ্রব্যমূল্য

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

প্রফেসর ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

আগামীকাল ১৫ মার্চ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও দিনটি পালিত হবে নানান আয়োজনের মধ্য দিয়ে। এমন এক সময় এই দিনটি পালিত হচ্ছে যখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী এবং ব্যবসায়ীদের মুনাফা করার অধিকার সর্বজন স্বীকৃত। পক্ষান্তরে ভোক্তা অর্থাৎ সাধারণ মানুষের অধিকার রয়েছে উচিতমূল্যে মানসম্মত জিনিস কিনতে পারার। এও অনস্বীকার্য যে, স্বাভাবিক অবস্থায় বাজারের নিজস্ব নিয়মে দ্রব্যমূল্য ওঠা-নামা করে। সরবরাহ ও চাহিদার ওপর বিষয়টি নির্ভরশীল। বাজার অর্থনীতির এটাই নিয়ম। কিন্তু আমাদের দেশে এই নিয়ম প্রায়শ হার মানে অনিয়মের কাছে। পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও এখানে অনেক পণ্যের দাম আচমকা বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। এ পরিস্থিতি নিয়ে সরকারও কম উদ্বিগ্ন নয়।

গত ৪ ডিসেম্বর ঢাকার সংসদ সদস্যদের সঙ্গে বৈঠককালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদ সদস্যদের আহবান জানিয়েছেন দ্রব্যমূল্য নিয়ে কারসাজি সৃষ্টিকারীদের নিজ নিজ এলাকায় রুখতে। এর আগে গত ১০ অক্টোবর প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে আলাপকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্রব্যমূল্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন- 'বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে টিসিবির কার্যক্রম জোরদার করা হবে।' প্রধানমন্ত্রীর এ সব বক্তব্য দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতির এই সময়কালে দেশবাসীর মনে আশার আলো জাগিয়েছে। বিশেষ করে টিসিবির কার্যক্রম জোরদারের ঘোষণা দেশবাসীকে যথেষ্ট উজ্জীবিত করেছে। এর আগেও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারের মন্ত্রীদের কেউ কেউ টিসিবির কার্যক্রম পুনরায় জোরদারভাবে শুরু করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু কোন অজানা কারণে এই কার্যক্রম গতি পায়নি। এবারও প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণার পরে প্রায় দু'মাস অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ঘোষণা অনুযায়ী কার্যকর কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। ফলে আমার মতো সাধারণ মানুষ হতাশ হয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণা কি ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি বাস্তবে জনগণ এর ফল ভোগ করবে সেটা এখন সকলেরই ভাবনার বিষয়।

এবার দ্রব্যমূল্য নিয়ে দলের নেতাকে দেয়া দায়িত্ব থেকে কি ফল বয়ে আনে সেটা দেখার অপেক্ষায় দেশের জনগণ। প্রধানমন্ত্রীর এসব বক্তব্য ও পদক্ষেপ থেকে এটা স্পষ্ট যে, দ্রব্যমূল্য নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছেন। এটা সত্য যে, টিসিবি পূর্ণাঙ্গভাবে সক্রিয় থাকলে বাজার নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব। এক্ষেত্রে বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্যে কোনো মনিটরিংয়ের প্রয়োজন হবে না। স্বাধীন বাংলাদেশে টিসিবির জন্ম হয়েছিলো জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্যে। বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে বা সাধারণ মানুষের নাগালে বাজারকে রাখতে এই টিসিবির ভূমিকা সে সময়

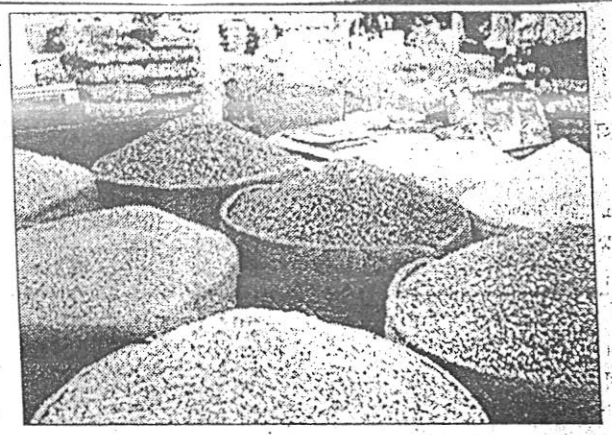

সর্বজনস্বীকৃত ছিলো। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মূল্য সন্ত্রাসীদের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বরণের পরে এই প্রতিষ্ঠানটিও ধীরে ধীরে প্রাণহীন হয়ে পড়ে। বিগত আওয়ামী লীগ আমলে টিসিবির কারিশমা দেখা গেছে বেশ কয়েকবার। সে সময় বাজারে লবণ, পেঁয়াজ ও চিনির দাম বাড়ার পরে টিসিবি ঐ দ্রব্য আমদানী করলে বাজার সিন্ডিকেট সদস্যরা বেকায়দায় পড়ে যায়। পক্ষান্তরে জনগণ উপকৃত হয়। ঐ সময় টিসিবির কার্যকারিতার কারণেই সুবিধাবাদী ব্যবসায়ীরা সরকারকে সমীহ করতো। বাজার নিয়ে সরকারের অনেক নির্দেশ তারা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিতো বলে শোনা যায়। অথচ এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। এবারও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর-পর টিসিবি নিয়ে জনগণের মনে আশার আলো দেখা দেয় এ বিষয়ে সরকারের উৎসাহ ও নানা ঘোষণার কারণে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ঘোষণারই বাস্তবায়ন দেখা যায়নি। গত সেপ্টেম্বর মাসে যায়যায়দিনে দ্রব্যমূল্য বিষয়ক একটি লেখায় আমি নিজেও বলেছি বাজার নিয়ন্ত্রণে টিসিবির কোনো বিকল্প নেই। এরপরে টিসিবি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা আমার মন আরো চাঙ্গা করে দিয়েছিলো। কিন্তু সেই চাঙ্গাভাব ধীরে-ধীরে ফিকে হয়ে আসছে কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখতে না পাওয়ায়। এদিকে সরকারের মেয়াদকালের সময়ও ধীরে-ধীরে কমে আসছে। প্রধানমন্ত্রী যদি তার ঘোষণা অনুযায়ী বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে সত্যি-সত্যিই টিসিবির কার্যক্রম জোরদার করেন তাহলে যথেষ্ট আনন্দিত হবো, একইসাথে জনগণও এর সুফল ভোগ করবে। নতুবা সরকারকেই চরম মূল্য দিতে হবে।

বর্তমান মহাজোট সরকার বিপুল আসনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে যে ক'টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে একটি হলো- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি। এই দ্রব্যমূল্য নিয়ে জনগণ এর আগে যথেষ্ট নাখোশ ছিলো। এখনো তাদের সে অবস্থার পুরোপুরি অবসান হয়নি। একেক সময় একেক পণ্যের মূল্য বাড়ছে সিন্ডিকেটের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুযায়ী। এসব বিষয় নিয়ে বার-বার সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

তবে দ্রব্যমূল্য মাঝে-মাঝে স্থিতিশীল হওয়ায় জনগণ মনে করে যে, ইচ্ছা করলে এই সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু যখন সরকারপ্রধান ঘোষণা দেয়ার পরও অনেক সময় কেটে যায় তখন নানা সন্দেহ জাগে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মনে।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে শুধু যে সাধারণ মানুষ ভাবছে তা নয়, সরকারের শরীক দলগুলোও এ নিয়ে যথেষ্ট সোচ্চার হয়ে উঠেছে। অতিসম্প্রতি ১৪ দলের এক সভায় এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ১৪ দলের শরীকরা। জানা গেছে, এ নিয়ে শরীক দলগুলোর নেতারা আওয়ামী লীগের সমালোচনাও করেছেন। এ অবস্থায় সরকারের প্রধান দল আওয়ামী লীগকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। কোনোভাবেই এ বিষয়টিকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। আমার মনে হয় দলের নেতার কাছ থেকে এ বিষয়ে পর্যালোচনা প্রতিবেদন জমা নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। যারা দ্রব্যমূল্য ওঠানামা করিয়ে জনগণকে বেকায়দায় ফেলছেন তাদের ব্যাপারে সত্বর ব্যবস্থা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যারা দ্রব্যমূল্য ওঠানামা করানোর সাথে জড়িত তাদের চেয়ে ভোক্তাদের সংখ্যা অনেক-অনেক বেশি। একই সাথে একথাও গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে এই ভোক্তারাই নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের ফ্যাক্টর হয়ে ওঠেন।

[লেখক : ডিন, স্কুল অভ এডুকেশন এন্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]